দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... MAY 22 1999 ... ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৮ ......

73

চাঁপাইনবাবগঞ্জের ৪টি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংকট ॥ লেখাপড়া বিঘ্নিত হচ্ছে

চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে সামসুল ইসলাম টুকু ঃ চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ৪টি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় শিক্ষক সংকটসহ বিভিন্ন সমস্যায় ভুগছে।

দীর্ঘ ৫ বছর যাবৎ ৪টি সরকারি স্কুলেই এক-তৃতীয়াংশ শিক্ষকের অভাবহেতু ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া বিঘ্নিত হচ্ছে ব্যাপক-ভাবে। চাঁপাইনবাবগঞ্জ হরিমোহন সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে ২৫ জন শিক্ষকের মধ্যে ১০টি পদ শূন্য, সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে ২৫ জনের মধ্য ৮টি, শিবগঞ্জ মডেল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে ২০ জনের মধ্যে ৭টি এবং রহনপুর এবি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে ২০ জনের মধ্যে ৫টি পদ শূন্য রয়েছে।

এছাড়া এই সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়গুলোতে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী পিওন সুইপার এবং কেরানির পদও শূন্য রয়েছে। লাইব্রেরিয়ান পদটি বিলুপ্ত করে দেয়ার ফলে স্কুল লাইব্রেরি থেকে বিভিন্ন ধরনের বই নিয়ে পাঠ করার অভ্যাসও বিলোপ হতে বসেছে। হরিমোহন সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে ১৪ আসন বিশিষ্ট ছাত্রাবাস রয়েছে কিন্তু অপর ৩টি সরকারি স্কুলে তাও নেই। প্রত্যন্ত এলাকার বহু ভাল ছাত্রের সরকারি বিদ্যালয়ে পড়ার ইচ্ছে থাকলেও ছাত্রা-বাসের অভাবে তা হয়ে উঠে না। সরকারি বিদ্যালয়গুলোতে বিজ্ঞানাগার থাকলেও প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা-নিরীক্ষার মান উন্নত নয়। হরিমোহন সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে শরীর চর্চার জন্য জিমনেসিয়াম হল ও কিছু যন্ত্রপাতি থাকলেও স্কুল কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থানার অভাবে সেগুলো ব্যবহৃত হয় না।

৪টি স্কুলেই আন্তঃকক্ষ ক্রীড়ার সরঞ্জামাদি থাকলেও সেগুলো ব্যবহৃত হয় না। সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চাসহ বিনোদনের কোন ব্যবস্থাই নেই। ফলে সরকারি স্কুল হলেও ছাত্রছাত্রীরা এই মনোজগৎ থেকে বঞ্চিতই থেকে যাচ্ছে। অথচ সেশন চার্জ নেয়ার সময় এ সকল বিষয়ের উপর নির্দিষ্ট হারে চাঁদা আদায় করা হয়।

বিদ্যালয়গুলোতে আবার কিছু কিছু বিষয়ে বিশেষ কড়াকড়ি আরোপ করা হয়। যেমন কোন শিক্ষকের বিদায় উপলক্ষে ছাত্রছাত্রীদের কাছে থেকে নির্দিষ্ট হারে চাঁদা আদায় করা হয়। কেউ দিতে না পারলে তাকে অপমানিত করা হয়। কোন কারণে কেউ স্কুল ড্রেস পরে না এলে তাকে তিরস্কৃত করা হয়। কেডস পরে না আসার জন্য ক্লাসের বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখার ঘটনা সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ে বহুবার ঘটেছে। বিদ্যালয়গুলোতে লেখাপড়ার মান উন্নত নয় বলে অভিভাবকদের প্রচুর অভি-যোগ রয়েছে। সরকারি বিদ্যালয়গুলোর বহু শিক্ষক কোচিং স্কুল খুলে গণহারে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাইভেট পড়ান।

এ সকল সমস্যা দূরীকরণে শিক্ষা বিভাগের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।